দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 APR 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

59

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রমজান ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি কমানোর আবেদন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমানে সেশনজট কমানোর উদ্দেশ্যে যে কতিপয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন প্রশংসার দাবীদার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গত বছর অর্থাৎ ১৯৮৭-৮৮ সেশনে গ্রীষ্মকালীন ছুটি ও রমজানের ছুটি বাবদ দীর্ঘ দিনের ছুটিকে হ্রাস করে ন্যূনতম পর্যায় এনে সেশনজট কমানোর পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

চলতি শিক্ষা বর্ষে আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ১৭ই মে পর্যন্ত রমজান ও গ্রীষ্মকালীন এবং অন্যান্য ছুটি বাবদ প্রায় ৫০ দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাসসমূহ বন্ধ থাকবে।

অথচ গত বছরের মত যদি কর্তৃপক্ষ চলতি বছরও অত্র ছুটি হ্রাস করে ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করেন তবে একদিকে যেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গল হবে, অন্যদিকে তা সেশনজট নিরসনে অনেকাংশে সহায়ক হবে।

অতএব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, যেহেতু ছুটিকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় অফিস ও প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ খোলা থাকবে সেহেতু ন্যূনতম ছুটি নির্ধারণের মাধ্যমে রমজান ও গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

—মোহাম্মদ আব তাহের, ২য় বর্ষ বি কম (অনার্স), হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ক/২ শাহ আমানত হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

স্কুল মাঠে দোকান?

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড় উপজেলার কেন্দ্রীয় হাইস্কুল আগৈলঝাড়া ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমী'র শিক্ষার পরিবেশ এখন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের আশীর্বাদপুষ্ট 'উঠতি নেতা'দের হাতে জিম্মি। স্কুলের পিছনে উপজেলা ভবনগুলো অবস্থিত হওয়ার কারণে উপজেলা ভবনগুলো সরাসরি চোখে পড়ানোর উদ্দেশে গত বছর স্কুলের টিনের ঘরটি বিক্রি করানো হয়েছে। নি:সন্দেহে এতে স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অযৌক্তিক উদ্দেশ্যেই স্কুলের চতুর্দিকে দেয়াল করতেও দেয়া হচ্ছে না। এখন এই স্কুল মাঠে একাংশে হাটবার হাট বসে। তদুপরি স্কুল মাঠেই দোকান উঠানোর পায়তারা চলছে এবং স্কুলটি তার শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশও হারাতে চলছে। আমি অবিলম্বে স্কুল কমিটিকে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের 'কুপ্রভাব' মুক্ত করা জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করি—যাতে করে স্কুলের চতুর্দিকে দেয়াল করে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাঙ্গনটিতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যায়।

—জনৈক প্রাক্তন ছাত্র।

রমজান মাসে ক্লাস নেয়া হোক

পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটগুলোতে সেশন জট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে যারা তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তাদের ভর্তির সেশন ১৯৮৩-৮৪, যারা ২য় বর্ষের তাদের ১৯৮৪-৮৫ এবং যারা ১ম বর্ষের ছাত্র তাদের ১৯৮৫-৮৬। এরপরও ১৯৮৬-৮৭, ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ এই তিন সেশনের ছাত্র ছাত্রীরা ভর্তি হয়ে ক্লাস আরম্ভের অপেক্ষায় বসে আছে। এমতাবস্থায় যদি কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই শম্বুক গতিতে চলতে থাকে তবে অচিরেই এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীহীন হয়ে পড়বে। এখনই দেখা যাচ্ছে ২য় ও ১ম বর্ষে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ভর্তিকৃতদের অর্ধেকে নেমে এসেছে। ১৯৮৬-৮৭ ও ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে যারা ভর্তি হয়েছে, তাদের বেশীরভাগই ২-৩ বছর নষ্ট করে এই শিক্ষায় পড়তে আর আগ্রহী নয়। তদুপরি অনেকে এরই মাঝে এইচ, এস, সি; বি,এ ও বি,এস,সি পাস করে। এমন কি কেউ কেউ এম, এ ক্লাসের ছাত্র। এভাবে চললে আগামী বছরগুলোতে যে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা আরো কমবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই সেশন জটিলতার কারণে আগে যেখানে এস,এস, সিতে ১ম বিভাগ পাওয়া ছেলেরা ভর্তি হবার সুযোগ পায়নি, এখন সেখানে ২য় বিভাগের ছাত্ররা অনায়াসে ভর্তি হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতিতে যে এর মান ৩য় বিভাগে নেমে আসবে না, তা বলা মুশকিল। ইতিমধ্যেই শুনেছি কারিগরি বোর্ড রমজান মাসে ক্লাস নেয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে তাতেও নাকি অনেকের মতের অমিল দেখা দিয়েছে।

এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন রাখছি, মতবিরোধকে মিটিয়ে ফেলে রমজান মাসে কমপক্ষে ২০ দিন ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করে, এই ডুবন্ত প্রতিষ্ঠানকে বাঁচান।

যজ্ঞেশ্বর চন্দ্রদাস/৩য় বর্ষ, পুরকৌশল, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্স:।